আমাদের গণমাধ্যম
এনিগমা মাল্টিমিডিয়া'র নিজস্ব প্রচারের জন্য
মে, ২০২৩
সংখ্যা ৩

## তোমাকেই ভালোবেসেছি জনমে জনমে যুগে যুগে

১৬২তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী

*"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি/শত রূপে শত বার/জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার..."*

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই পংক্তিমালার মতোই যুগে যুগে জনমে জনমে তাঁর জন্মকথা ভালোবাসার সুর হয়ে বেজে ওঠে বাঙালির হৃদয়বীণায়। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (১৮৬১ সালের ৭ মে) কলকাতার জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর পরিবারে।

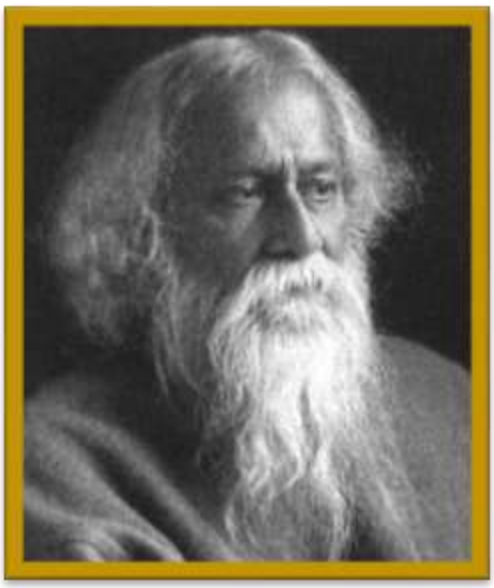

"গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে" রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গান। এটি মূলত গুরু নানকের একটি গানের ভাষান্তর। গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮১ বঙ্গাব্দে, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায়। কবির বৈচিত্র্যময় উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি শেষের কবিতা, গীতবিতান, গীতাঞ্জলী, নৌকা ডুবি, ভানুসিংহের পদাবলী, ঘরে বাইরে, স্ত্রীর পত্র, রক্তকরবী, চিরকুমার সভা, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা ইত্যাদি। বাংলা ভাষার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই সাহিত্যিককে তার অসামান্য কীর্তির জন্য "গুরুদেব", "কবিগুরু" ও "বিশ্বকবি" অভিধায় ভূষিত করা হয়।

১৯১৩ সালে "গীতাঞ্জলী" কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তার রচিত "জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে" ও "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" গান দুটি যথাক্রমে ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্থান পেয়েছে।

বাংলা সংস্কৃতির মেঘলা আকাশে দীপ্ত রবির আবির্ভাব ঘটাতে যে কালজয়ী পুরুষের জন্ম তাকে স্মরণ করে আজও আমরা গেয়ে যাই–

*"হে ক্ষণিকের অতিথি/এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া/ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া"*

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে এনিগমা মাল্টিমিডিয়ার আয়োজন দেখতে ভিজিট করুন:
https://youtube.com/playlist?list=PLsbjIhGT4gsJ0B14gqbsMzpSWK90KOdyh

## শোক সংবাদ

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, লিংক থ্রি টেকনোলজিস্ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ফয়সল হায়দারের মা গত ৭ মে, ২০২৩ রাতে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তাঁর মৃত্যুতে এনিগমা মাল্টিমিডিয়া পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা মরহুমাকে জান্নাতবাসী করুন।

## শ্রাবণ রাতের প্রেমিক : নজরুল

শিহাব শাহরিয়ার

তাঁর জীবনটাই দুঃখে ভরা ছিল। নির্বাক ছিলেন প্রায় ৩৪ বছর। সৃষ্টিশীল ছিলেন মাত্র ২১ বছর। জীবনবাদী সুপুরুষ মানুষটি তাঁর সৃষ্টি দিয়ে নিজস্ব ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে ছিলেন বিশ্ব ভূগোলে। একাডেমিক শিক্ষার গণ্ডি পেরোতে পারেননি, সম্ভব হয়নি– কারণ দারিদ্র্য বাসা বেঁধে ছিল জন্মঘরেই। সেই ছোট্ট বেলাতেই কাজ নিতে হয়েছিল রুটির দোকানে। লেটুরদলে যোগ দিয়েছেন। নামটি ছিল তখন দুখু মিয়া। এই দুখু মিয়ার জন্ম ১৮৯৯ সালে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামের কাজী পরিবারে। তাঁর আসল নাম নজরুল। কাজী নজরুল ইসলাম। যিনি তাঁর লেখা দিয়ে, তাঁর উচ্চারণ দিয়ে, কণ্ঠস্বর দিয়ে, চেতনা দিয়ে, প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে জয় করে গেছেন বাংলা ও বিশ্বকে।

১২৪ তম নজরুল জন্মজয়ন্তী

'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণ তুর্য'– এই উচ্চারণ দিয়েই তিনি নিজেকে জানান দিয়েছিলেন, প্রেম এবং দ্রোহ একইসঙ্গে হেঁটেছে তাঁর ভেতরে। দুটো চেতনাকে প্রস্ফুটিত করেছেন তাঁর লেখায়। কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটক, গল্প, উপন্যাস, শিশু সাহিত্য, চলচ্চিত্রের কাহিনি রচনায়, বক্তৃতা ইত্যাদির পরতে পরতে তাঁর প্রেম ও দ্রোহকে খুঁজে পাওয়া যায়। একদিকে জন্ম দুঃখী, অন্যদিকে পরাধীনতা– এই দুই শৃংখলা থেকে মুক্তির সংগ্রামে তিনি লিপ্ত ছিলেন জীবনভর। পাশাপাশি প্রেমিক তিনি। একইসঙ্গে লিখেছেন– 'কারার ঐ লৌহ কপাট' এবং 'মনে রাখার দিন গিয়েছে, এবার ভোলার বেলা'।

নজরুল ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গাল্পিক, উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, কাহিনীকার, চলচ্চিত্রকার, অভিনেতা, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, বংশীবাদ, বক্তা, সৈনিক, সাংবাদিক, সম্পাদক ও একজন ভ্রমণপিয়াসী, একজন দ্রোহী এবং একজন প্রেমিক পুরুষ। সাহিত্যের সব শাখাতে বিচরণ করলেও কবিতা ও গানের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এবং বাঙালির মননে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন। (ক্রমশ)

*লেখক: কথা সাহিত্যিক*

নজরুল জন্মজয়ন্তীতে এনিগমা মাল্টিমিডিয়ার আয়োজন দেখতে ভিজিট করুন:
https://youtu.be/cewXk_zQb8U

আমাদের গণমাধ্যম
এনিগমা মাল্টিমিডিয়া'র নিজস্ব প্রচারের জন্য
মে, ২০২৩
সংখ্যা ৩

## শীঘ্রই আসছে...

### মঞ্চলোক

মঞ্চনাটক নিজেই নিজস্বতায় প্রতিষ্ঠিত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং শক্তিশালী একটি শিল্প মাধ্যম। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির অনন্য অবদান ডিজিটাল মাধ্যম। এই মাধ্যমকে ব্যবহার করে আরও অধিক মানুষের কাছে মঞ্চনাটকের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে এনিগমা মাল্টিমিডিয়া নির্মাণ করতে যাচ্ছে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান 'মঞ্চলোক'।

অনুষ্ঠানটি দেখতে নিয়মিত চোখ রাখুন এনিগমা মাল্টিমিডিয়ার ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে।

### আমার মা আমার পৃথিবী

এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড গত ১৪ মে ২০২৩ তারিখে 'মা দিবস' উদযাপনের লক্ষ্যে "আমার মা, আমার পৃথিবী" শিরোনামে দুইটি অনুষ্ঠান নির্মাণ করে। এর মধ্যে একটি ছিল, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মা'কে নিয়ে মোবাইল ফোনের ক্যামেরা ব্যবহার করে একটি করে ভিডিও নির্মাণ এবং আরেকটি ছিল, তিন প্রজন্মের তিন বয়েসি তিনজন মায়ের জীবনযাপন নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র। এই প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে মায়ের ভূমিকা ও গুরুত্ব উঠে এসেছে।

অনুষ্ঠানগুলো দেখতে ভিজিট করুন:
https://youtube.com/playlist?list=PLsbjIhGT4gsIWJZ40fsluYWvyFiLyuJR7

### দুঃখ থেকে মুক্ত: বাংলার বুদ্ধ

বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে ঢাকার আলিয়াঁস ফ্রঁসেজ-এর লা গ্যালারিতে আয়োজন করা হয় 'দুঃখ থেকে মুক্ত: বাংলার বুদ্ধ' শীর্ষক যৌথ প্রদর্শনী। গত ৩ মে থেকে ১৫ মে পর্যন্ত চলা এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং স্টাডি গ্রুপ (ওপিএসজি) ও মিখাইল আই. ইসলামের কিউরেশন।

প্রদর্শনীতে স্থান পায় ৫২ জন শিল্পীর অর্ধশতাধিক বৈচিত্র্যময় শিল্পকর্ম, যার মধ্যে ছিল- চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্প। বুদ্ধের জীবন পরিক্রমাকে মূলত জন্ম, গৃহত্যাগ, বুদ্ধত্ব লাভ এবং মহাপরিনির্বাণ-এই চার অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এই চারটি অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোকে নিবিড়ভাবে অনুধাবন করে তা নিজেদের চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া শিল্পীরা।

'দুঃখ থেকে মুক্ত: বাংলার বুদ্ধ' শীর্ষক প্রদর্শনী নিয়ে এনিগমা মাল্টিমিডিয়ার প্রতিবেদনটি দেখতে ক্লিক করুন:
https://youtu.be/jcm_O-tmc-w

## যাদের হারিয়েছি

### সমরেশ মজুমদার

'উত্তরাধিকার', 'কালবেলা', 'কালপুরুষ'সহ বহু পাঠকপ্রিয় উপন্যাসের স্রষ্টা সমরেশ মজুমদার গত ৮ মে কলকাতায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ নিয়ে গত ২৫ এপ্রিল কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সমরেশ মজুমদার। উল্লেখ্য, তিনি দীর্ঘদিন থেকেই শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন।

সমরেশ মজুমদারের জন্ম ১৯৪২ সালের ১০ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের গয়েরকাটায়। তাঁর শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের চা বাগানে। ১৯৭৫ সালে 'দেশ' পত্রিকায় সমরেশ মজুমদারের প্রথম গল্প 'দৌড়' প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস 'উত্তরাধিকার', 'কালবেলা', 'কালপুরুষ' এর জন্য সমরেশকে বাঙালি পাঠক দীর্ঘদিন মনে রাখবে।

'কালবেলা' উপন্যাসের জন্য ১৯৮৪ সালে সমরেশ মজুমদার সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। এ ছাড়া আনন্দ পুরস্কার, বিএফজেএ (বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড) পুরস্কারসহ আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার সমরেশ মজুমদারকে 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করে ।

### নায়ক ফারুক

না ফেরার দেশে চলে গেছেন বাংলা চলচ্চিত্রের 'মিয়া ভাই' খ্যাত নায়ক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ঢাকা ১৭ আসনের সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান (ফারুক) গত ১৫ মে স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন তিনি। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৯৭১ সালে এইচ আকবর পরিচালিত 'জলছবি'তে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ ঘটে ফারুকের ।

এরপর ১৯৭৩ সালে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র খান আতাউর রহমানের পরিচালনায় 'আবার তোরা মানুষ হ' ও ১৯৭৪ সালে নারায়ণ ঘোষ মিতার 'আলোর মিছিল' সিনেমায় পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। ১৯৭৫ সালে তাঁর অভিনীত 'সুজন সখী' ও 'লাঠিয়াল' সিনেমা দুটি ব্যাপক ব্যবসা সফল হয়। ওই বছর 'লাঠিয়াল'র জন্য তিনি সেরা-পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। ১৯৭৬ সালে 'সূর্যগ্রহণ' ও 'নয়নমণি', ১৯৭৮ সালে শহীদুল্লাহ কায়সারের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত আব্দুল্লাহ আল মামুনের 'সারেং বৌ', আমজাদ হোসেনের 'গোলাপী এখন ট্রেনে'সহ বেশকিছু সিনেমায় তার অভিনয় প্রশংসিত হয়। কিংবদন্তি এই শিল্পীর প্রতি রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

### মুজিব'স বাংলাদেশ ফুড ফেস্টিভ্যাল: টেস্ট অব বাংলাদেশ

বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ড এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অঞ্চলভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী খাবার নিয়ে গত ৪ মে থেকে ৬ মে পর্যন্ত রাজধানীর বনানীতে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক পার্কে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় "মুজিব'স বাংলাদেশ ফুড ফেস্টিভ্যাল: টেস্ট অব বাংলাদেশ"। উৎসবে ৪৩টি স্টলের মাধ্যমে ৩৯টি প্রতিষ্ঠান খাবার উপস্থাপন ও বিক্রি করে।

"মুজিব'স বাংলাদেশ ফুড ফেস্টিভ্যাল: টেস্ট অব বাংলাদেশ" নিয়ে এনিগমা মাল্টিমিডিয়ার প্রামাণ্য প্রতিবেদনটি দেখতে ক্লিক করুন:
https://youtu.be/LyGLhhEMj3I